কালের কণ্ঠ

তারিখ 19 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বইপড়া আন্দোলন

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশে বেড়েছে পাঠাগারের সংখ্যা, বইও প্রকাশিত হচ্ছে প্রচুর; তবে কমেছে পাঠক। কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গ্রন্থাগার বাড়লেও সেগুলোর আধুনিকায়ন হয়নি, লাগেনি প্রযুক্তির ছোঁয়া। সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও নগণ্য। পাঠককে পাঠাগারমুখী করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরে তা ঝিমিয়ে পড়ে। বিশিষ্টজনরা বলছেন, প্রযুক্তিবান্ধব তরুণ প্রজন্মকে বইমুখী করতে গ্রন্থাগারগুলোকে আধুনিক করতে হবে, বইকে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে, বই করতে হবে সহজলভ্য

পাঠাগার আছে পাঠক নেই

আজিজুল পারভেজ ▷

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় গণগ্রন্থাগার আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। জ্ঞানের আলো ছড়াতে ব্যক্তি উদ্যোগে এগিয়ে আসে অনেকেই। ১৮৫১ সালে গড়ে ওঠে যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি। এরপর বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে গণগ্রন্থাগার। দেশে এখন ১০০ থেকে ১৬৬ বছরের পুরনো লাইব্রেরি আছে ৩৪টি। সেগুলো গড়ে উঠেছে ১৮৫১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে। বাংলায় সাংগঠনিকভাবে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশনে গণগ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা হয় এবং দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই বছর অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় সভায় প্রতিটি প্রদেশে গ্রন্থাগার সমিতি সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরের বছরই গড়ে ওঠে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতি। এভাবে জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা, পত্রিকা পড়া, সমাজসেবা ও সামাজিক মিলনকেন্দ্র হিসেবে সারা দেশেই গড়ে উঠেছে গণগ্রন্থাগার। একসময় শিক্ষিত-বিদ্বান ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে সরগরম থাকত পাঠাগারগুলো। কোনো কোনো এলাকার পাঠাগারকে কেন্দ্র করে হয়েছে সাহিত্য আন্দোলন, সমাজ উন্নয়ন। তবে সেই রমরমা অবস্থা এখন আর নেই। গ্রন্থাগার আন্দোলনেও মরিচা ধরেছে। আশির দশকে ছিল টেলিভিশন, ভিসিআর-ভিডিওর প্রভাব; এখন আরো যোগ হয়েছে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন। তরুণ প্রজন্মের আজ আর লাইব্রেরিমুখী হওয়ার ফুসরত নেই। পাঠকের আনাগোনা কমে যাওয়ায় আড়ালে পড়ে যাচ্ছে একসময় আলোর মশাল জ্বালানো একেকটি পাঠাগার।

তবে ব্যক্তিক্রমও কিছু আছে, কোথাও কোথাও গড়ে উঠছে নতুন নতুন পাঠাগার। বিশেষ করে পরিবেশ ভালো—এমন জায়গাগুলোতে পাঠক সমাবেশও আছে।

বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম সিদ্দিক মনে করেন, মানুষ এখন বই পড়ে না—এ ধারণা ঠিক নয়। প্রতিবছর দেশে নতুন বইয়ের প্রকাশনা বাড়ছে, বাড়ছে বই বিক্রির সংখ্যাও। কিন্তু গ্রন্থাগারের পরিবেশের উন্নয়ন হয়নি, প্রযুক্তির সংযোগ ঘটেনি; এদিকে কারো নজরও নেই। সময়মতো খোলা হয় না অনেক গ্রন্থাগার। নতুন বইয়ের জোগান নেই, নেই পৃষ্ঠপোষকতা। এসব কারণে গ্রন্থাগারগুলো সরব নেই। পাঠাগারগুলোর পরিবেশ উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা হলে ঠিকই মানুষ বই ও পাঠাগারমুখী হবে।

'আলোকিত মানুষ চাই'—এ স্লোগান নিয়ে বই পড়া আন্দোলন শুরু করা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মনে করেন, দেশে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ২